গেম - শো

চন্দ্রা মজুমদার

ক'দিন ধরে টিভির রম্ভা চ্যানেল শুনলেই কিছুক্ষণ পর পর দেখা যাচ্ছে এক বিজ্ঞাপন। সুপার মডেল মিস আলুলায়িকা সিংহরায় হাজির করছেন নতুন একটি গেম - শো। চমকদার সেট, তার ওপর উপস্থাপিকার উপস্থিতিই তাবৎ দর্শকের কাছে এক মারমার কাটকাট ব্যাপার! খবরটা প্রথম ঢাকঢাক গুড়গুড় ছিল, এখন একেবারে উনি দামামা জগঝম্পে পৌঁছে দিলেন। মডেল এগিয়ে এলেন মার্জারি হন্টনে, সামনের দিকে। উরিব্বাস্! ঢাকা থাকার জায়গাগুলো উনি রেখেছেন সূক্ষ্মস্বর্ণজালিকা! কালিদাসের কালের নায়িকাদের স্মরণ করেই মনে হয় পোশাকের ডিজাইন করা হয়েছে! আবার পিছন ফিরে এগিয়ে গেলেন যখন, দেখা গেল, পিঠে কয়েকগাছি ফিতে আড়াআড়ি করে বাঁধা, ঠিক যেন বুট জুতোর ফিতে পরানো থাকে। এইবার ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে এসে হাত তুলে ঘোষণা করলেন গেম - শো -এর নাম— 'কৌন বনেগা মেরা পতি', 'নানা বাদ্যযন্ত্র তারস্বরে আছড়ে পড়ল।'

রম্ভা চ্যানেল এখন ভীষণ পপুলার। বিরাট ধনী এক জাপানি শিল্পপতি মি. ডাকাবুকোর হাতে এই চ্যানেল। অতি আধুনিক টেকনোলজি তার সঙ্গে জাপানি শিল্পবোধ মিলে এক এলাহি ব্যাপার করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছে ভারতবর্ষ তো বটেই, বাইরেরও বহু দর্শক, মহিলাকুল বিশেষ করে, কারণ সরাসরি প্রশ্ন করে সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্তির মাধ্যমে অনেকেই স্থির করে ফেলতে পারবেন— 'কৌন বনেগা মেরা পতি'! পুরুষ দর্শকদের মধ্যে বেজায় চাঞ্চল্য। হটসিটের আকর্ষণ, এই অপরূপা প্রশ্নকর্ত্রীর পর পর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাওয়া, বিশাল অঙ্কের টাকা প্রাপ্তি এবং শেষ রাউন্ডে 'গলে লাগার' সঙ্গে উনি পরিয়ে দেবেন সুদৃশ্য একটি পুষ্পমাল্য!

মি. ডাকাবুকোরা পাকা ব্যবসাদার। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রদেশিক ভাষায় চ্যালেনগুলি চলে। এসব খবর পিসিমার নখদর্পণে কারণ সংসার ত্যাগ করে উনি কেবলমাত্র টিভিকে আশ্রয় করেই জীবনধারণ করছেন, মাঝে মাঝে অবশ্য সাত্ত্বিক আহারের জন্য ব্রেক। পিসিমার তাগাদায় টিভির সামনে সকলে হাজির হল— বাংলা রম্ভাতে শুরু হয়ে গেল নতুন গেম শো— 'কৌন বনেগা মেরা পতি'।

লাল পোশাক (মনে হয় বিনিসুতো কোম্পানির) সজ্জিতা আলুলায়িকা প্রবেশপথের আদলে ডিজাইন করা স্থানে দাঁড়িয়ে মনোরম ভঙ্গিতে অভিবাদন করলেন, দর্শককুল হইহই করে উঠল। মহাভারত দিয়ে শুরু, বললেন—ছোট থেকে বড় পঞ্চপাণ্ডবকে সাজিয়ে দিন। ইলেকট্রনিক পর্দায় পরপর নামগুলো উঠে এল : হ্যাঁ, প্রথম নাম : মুচকুন্দ মারপিট। গর্বিত মারপিট লাজুক মুখে উঠে দাঁড়ালেন, হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে সাহায্য করলেন অ্যাংকার। মারপিট হটসিটে আসীন হলেন। মধুর ভঙ্গিতে নিময়কানুন বুঝিয়ে দিয়ে শুরু করলেন প্রশ্নোত্তর পর্ব। বুঝিয়ে দেওয়া আছে, চারটি বিকল্প উত্তর -এর মধ্যে একটি সঠিক এবং তার অর্থমূল্য।

প্র: কোন বাদশা নিজের স্ত্রীকে স্মরণীয় করার জন্য বিশ হাজার লোককে বাইশ বছর খাটিয়েছেন?

(১) মহম্মদ ঘোরী (২) আলাউদ্দিন খিলজি (শাহজাহান) (৪) সিরাজউদ্দৌলা। সঠিক উত্তর, জিতলেন পাঁচ হাজার টাকা।

প্র: কোন যুবরাজ তাঁর প্রেমিকার জন্য রাজ - সিংহাসন ত্যাগ করেন ? (১) ফার্ডিনান্ড (২) অস্টম হেনরি (৩) সপ্তম এডওযার্ড (৪) লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। সঠিক উত্তর, বিরাট হইহই। পুরস্কার জিতলেন দশ হাজার টাকা।

প্র: ষাট বছর হতে চলল, এখনও রাজা হতে পারেননি— ১। জিগমে দোরজি, ২। রবার্ট ক্লাইভ, ৩। ঃ সূর্য সেন, ৪। চার্লস। সঠিক উত্তর, আসন ছেড়ে করমর্দন, টাকার অঙ্ক কুড়ি হাজার। অলুলায়িকা বললেন— 'কেমন লাগছে, একটু অপেক্ষা করুন একটা ব্রেক, ফিরে আসছি।'

একটু ব্রেক বলল বটে কিন্তু এর মধ্যে ক্রিম মেখে ফরসা হয়ে সুপাত্রের নজরে পড়ল একজন। সমুদ্রের ধারে সাবান কাড়াকাড়ি করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আধুনিক যুবক-যুবতী। সুদীর্ঘ চুল ভারী বস্তু দিয়ে চাপা দিয়ে রাখার পর ও একটানা সব উল্টে দিয়ে চুলের গোছা নিয়ে দৌড় দিল তরুণী। স্বাস্থ্যসম্মত ফুড না খেয়ে বাচ্চা বাড়ছিল এক কড়া, এররপর ফুড খেয়ে দু'কড়া যেই বেড়েছে আলুলায়িকা ফিরে এলেন। ঘোষণা— কৌন বনেগা মেরা পতি। বললেন এবার প্রশ্ন হবে সাবজেক্টিভ, উপস্থাপিকার নিজস্ব বিচারসাপেক্ষ। প্রস্তুত?

প্রশ্ন : কোন ধরনের চরিত্র মেয়েদের আকর্ষণ করে?

১। দাঙ্গাবাজ, ২। মিথ্যেবাদী, ৩। উগ্রপন্থী, ৪। ন্যালখ্যাপা। আলুলায়িকা বললেন : দেখুন আমাদের বাঙালিদের বিরাট একটা ঐতিহ্য আছে। যা কিনা আমাদের ঠাকুমা - দিদিমার প্রবর্তন করেছিলেন, হ্যাঁ, আমি ধাঁধার কথা বলছি। ঠানদিদিরা হামেশাই এসব প্রশ্ন করে জামাইদের বুদ্ধি এবং সপ্রতিভতা পরীক্ষা করতেন। শুরু করছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না বলতে পারলে উত্তর বলে দেওয়া হবে।

সৃষ্টিসন্ধান

১। আমাদের ছোটমামা গায়ে তার কত জামা (পেঁয়াজ)

২। একগাছা দড়ি গুছোতে না পারি (রাস্তা)

৩। যত জোরে টানো তত কমে জানো (সিগারেট)

৪। অতি বড় সুন্দরী পরনে সূক্ষ্ম ধুতি, এক রাতে লক্ষ পুত্র আবার গর্ভবতী (শিউলি ফুল)

মারপিট এখানে আটকে গেলেন। ছোট্ট ব্রেক। কেমন লাগছে, ফিরে আসছি, অধৈর্য হয়ে উঠছেন, শ্রোতারা, উঃ এত বিজ্ঞাপন এই চরম মুহূর্তে। যাক, বাঁচা গেল, এসে পড়েছেন। এবার অন্য ধরনের প্রশ্ন, প্রস্তুত? হটসিটে মি. মকরধ্বজ :

প্র: রাঁধুনি না এলে কী করবেন?

১। চেঁচামেচি করব ২। উপবাস করব ৩। রান্না করব ৪। হোটেলে যাব।

প্র: রাতে নাক ডাকলে

১। ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেব, ২। নাকের ওপর বালিশ ঠেসে ধরব, ৩। না ঘুমিয়ে বসে থাকব, ৪। ঘর ছেড়ে চলে যাব।

প্র: ছেলের স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হলে কী করবেন?

১। পিটুনি দেব। ২। স্কুল ছাড়িয়ে দেব, ৩। মায়ের দোষ হয়েছে বলব, ৪। নিজে দেখাশোনা করব।

প্র: কোন ধরনের নায়ক মেয়েদের পছন্দ?

১। পৃথ্বিরাজ ২। অর্জুন, ৩। ওথেলো, ৪। মজনু।

প্র: আপনার ভাল লাগে প্রেমিকাকে জানাবেন কী প্রকারে?

১। কয়েকদিন পিছন পিছন ঘুরব, ২। চিঠি লিখে লেটার বক্স-এ রেখে আসব ৩। পথ আগলে দাঁড়াব, ৪। হাত চেপে ধরব।

প্র: প্রথম ভালবাসার কথা কোথায় গিয়ে বললেন?

১। গঙ্গার ধারে, ২। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ৩। দরজায় কড়া নেড়ে ৪। রেস্টুরেন্টে।

প্র: স্ত্রী প্রাইভেট স্পেসে কতটা বিশ্বাস করেন, মানে ব্যক্তি স্বাধীনতায়?

১। বিয়ের আগে সবটা, ২। বিয়ের পর একদম নয়, ৩। মাঝে মাঝে নিজের সুবিধা মত, ৪। বক্তৃতার সময়

প্র: স্ত্রী অন্যমত পোষণ করলে কী করবেন?

১। পিটুনি দেব ২। বকাঝকা করব, ৩। বাড়ি থেকে বের করে দেব, ৪। ব্ল্যাকমেল করে নিজের মতে আনব।

এর আগে দুজন অকৃতকার্য হয়েছেন। কিন্তু উত্তাল মাঝির উত্তরে অলুলায়িকা সন্তুষ্ট হয়েছেন সম্পূর্ণ, তাঁর শরীরে খুশির ছটা টাকার পুরস্কার তো জিতলেনই, আর পেলেন অপূর্ব উপহার — আলুলায়িকা এগিয়ে এসে নৃত্যের ভঙ্গিতে সুন্দর মালাগাছি উত্তালের গলায় পরিয়ে দিলেন, উত্তেজক বাজনা এবং প্রকাণ্ড হাততালি। কিছু বর্ষীয়সী মহিলা অতি উৎসাহে উলুধ্বনি করে উঠলেন।

ভীষণ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। সপ্তাহে পরপর তিনদিন চলছে, আরও এক/ দুদিন বাড়ানো যায় কিনা ভাবনাচিন্তা চলছে, যুবক -যুবতীর মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহ তৈরি হয়েছে, ম্যানেজমেন্ট টিকিটের হার দ্বিগুন করে দিয়েছে। কাগজগুলো মিল আলুলায়িকার ভিন্ন ভঙ্গির ছবি ছাপিয়ে ভরিয়ে তুলেছে পৃষ্ঠা, কাগজগুলোর বিক্রি দুগুন - তিনগুন করে ফেলেছে, মি. ডাকাবুকো হাসছেন সাফল্যের হাসি।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। মৌলবাদী সংগঠনগুলো ধর্মীয় অনাচার হচ্ছে বলে আবেদন করেছে। হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা বলেছেন এমন রমণী কে একদিন তিন - চারজন সফল প্রার্থীর গলায় মালা পরাচ্ছেন— যা কিনা চিরন্তন ভারতীয় সতী নারীর আদর্শের অবমাননা ছাড়া কিছু নয়। মৌলবি বলে উঠলেন—তাওবা! তাওবা! ফলে আদালতে স্থগিতাদেশ জারি করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

যখন মৌলবাদীরা দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটছেন ধর্মীয় অনাচারের দোহাই দিয়ে, তখন 'কৌন বনেগা মেরা পতির' পক্ষে প্রবল জনমত সারাদেশে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে পথে পথে চলেছে দীর্ঘ মিছিল, ফলে স্তব্ধ যানবাহন। অনেক দল এর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছে। সরু মোটা নানারকম হেডলাইন বিভিন্ন কাগজে।

বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে ঠায়, মাঝে মাঝে হেঁপো রুগির মত ঘর্‌র্‌র্‌ করে স্টার্ট নিয়ে চলার ভঙ্গি করে ফের থেমে যাচ্ছে। সারাদিন কাজের পর বাসে বসে কুসুম। ভাবছে আজ আবার কোন পার্টির মিছিল! বাড়ি থেকে বের হবার সময় সুধীর কিছু বলে দেয়নি তো। অনেকক্ষণ কেটে গেল, আর থাকতে না পেরে সামনে বসা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল— 'দাদা, আজ কাদের মিটিন ছেলো?' ভদ্রলোক একটুও বিরক্ত না হয়ে বললেন— 'পার্টি নয়, পার্টি নয়, এই যে কৌন বনেগা বন্ধ হয়ে গেছে না, তাই! বুঝলেন না? গণতান্ত্রিক অধিকারে আদালতের হস্তক্ষেপ!'

'—অ। ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি গাড়ি ধরব। মুয়ে আগুন মুখপোড়াদের।'

সৃষ্টিসন্ধান